

দানয়িলেরে বই - সংখ্যা একশ ছয়াত্তর

ঈশ্বরীয় প্রকাশ ও চূড়ান্ত জাগরণ: দানয়িলেরে দর্শন থেকে অন্তর্দৃষ্টি

Jeff Pippenger

2024-04-06

দানয়িলেরে দশম অধ্যায়ে, গাব্রয়িলে ঈশ্বরের শষে দিনেরে জনগণেরে কাছে দানয়িলেরে পুস্তকরে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা উপস্থাপনেরে কাজ সম্পন্ন করছেন। দানয়িলে ঈশ্বরেরে শষে দিনেরে জনগণেরে প্রতিনিধিত্ব করেন; যাদরেকেরে প্রকাশতি বাক্য পুস্তককে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার বলা হয়েছে। সেরে অনুসারে, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জেগে উঠে উপলব্ধি করে যেরে তারা বচিছনি হয়গেছে, যেরে নবম অধ্যায়ে দানয়িলেরে মাধ্যমে উপস্থাপতি হয়েছে। তারা এ-ও সেরে বোধে জেগে ওঠে যেরে মহা পরীক্ষা তাদরে চরিন্তন পরণিত নিরিধারণ করে, তা হলো পশুর প্রতমির পরীক্ষা, যা তাদরে সলিমেরে পাওয়ার আগে এবং যুক্তরাষ্টরে রববারেরে আইন প্রণয়নেরে সময় পরীক্ষাকাল সমাপ্ত হওয়ার আগে ঘটগে। তারা ২০২০ সালেরে ১৮ জুলাই যেরে হতাশার সম্মুখীন হয়েছিল তারে জন্য শোক করছে, এবং সেরে অবস্থায়, তাদরেকেরে অতি-পবতির স্থানে খ্রিস্টেরে একটা দর্শন দেওয়া হয়, যেরে ষষ্ঠ অধ্যায়ে যশাইয়ার মাধ্যমে উপস্থাপতি হয়েছে।

সেরে দর্শনটি, যা দানয়িলে ও যশাইয়ার বর্ণনায় দেখা যায়, তাদরেকেরে মহমির প্রভুর সামনে নজিদেরে দৃষ্টি অবস্থা দেখতে দেয়, এবং উভয়ই ধূলায় পড়ে বনীত হয়ে যায়। এরপর যশাইয়া শোনেনে—ঈশ্বর তাঁর লোকদেরে কাছে কাকেরে পাঠাবনে—এই প্রশ্ন; আর যশাইয়া স্বচ্ছেয় এগয়ি আসনে, কনিতু প্রথমেরে তাঁকেরে শুদ্ধ করা হয়।

তখন আমি বললাম, হায়, আমার সর্বনাশ! কারণ আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত; কারণ আমি অশুচি ওষ্টেরে মানুষ, এবং আমি অশুচি ওষ্টবিশিষ্ট লোকদেরে মধ্যে বাস করি; কারণ আমার চোখ রাজাকেরে, সনোবাহনীরে প্রভুকেরে দেখেছে। তখন সরোফদেরে একজন আমার দকি উড়ে এল, তার হাতেরে জ্বলন্ত অঙ্গার ছিল, যা সেরে বদৌ থেকে চমিটা দয়ি নিয়ে এসেছিল। আর সেরে তা আমার মুখে স্পর্শ করে বলল, দেখে, এটি তোর ওষ্টকেরে স্পর্শ করেছে; তোর অপরাধ দূর হয়েছে, আর তোর পাপ পরিশুদ্ধ হয়েছে। আবার আমি প্রভুরে কণ্ঠ শুনলাম, তিনি বলছেন, কাকেরে আমি পাঠাব, এবং আমাদেরে পক্ষেরে কেরে যাবে? তখন আমি বললাম, আমি এখানে; আমাকেরে পাঠান। যশাইয় ৬:৫-৮।

বদৌ থেকে নেওয়া অঙ্গার দয়ি ইশাইয়া শুদ্ধ হয়েছিলনে, আর দানয়িলে শুদ্ধ হয়েছিলনে আয়নার মতো রূপান্তর-সৃষ্টিকারী সেরে দর্শন দেখে, যা দর্শককে সেরে দেখে তার প্রতমির তিতে রূপান্তরিত করে। ইশাইয়াকে বলা হয় বার্তাটি এমন এক জাতরি কাছে পৌঁছে দিতে যারা শুনগে শোনেনা, দেখেগে দেখেনা।

তিনি বললনে, যাও, এই জাতকি বলো: 'তোমরা শুনগে বোঝো না; দেখেগে অনুধাবন করো না।' এই জাতরি হৃদয়কে স্থূল করো, তাদরেকেরে কান ভারী করো, তাদরেকেরে চোখ বন্ধ করো; যেরে তারা চোখ দয়ি না দেখে, কান দয়ি না শোননে, হৃদয় দয়ি না বোঝে, এবং ফরিে না আসে ও আরোগ্য না পায়। ইশাইয়া ৬:৯-১০।

ইশাইয়া জানতে চান, যারা বোঝে এবং উপলব্ধি করে না এমন লোকদেরে সঙগে তাকেরে কতকাল মলোমশো করতে হবে; তাই তিনি 'আর কতকাল?' এই প্রশ্নটি করেন।

তখন আমি বিললাম, প্রভু, কতকাল? তিনি উত্তর দলিলে: যতক্ষণ না শহরসমূহ বাসনিদাহীন হয়ে উজাড় হয়ে পড়ে, ঘরবাড়ি মানুষবাহীন থাকে, এবং দেশে সম্পূর্ণরূপে বরান হয়ে যায়; এবং প্রভু মানুষদের বহুদূরে সরিয়ে দেন, আর দেশের মাঝে এক মহা পরতিয়াগ ঘটে। ইশাইয়া ৬:১১, ১২।

শেষে দিনগুলিতে বাইবলেরে ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় যে ভূমি, তা হলো যুক্তরাষ্ট্র, যা রববিারের আইনের জাতীয় ধর্মত্যাগের ফলে জাতীয় সর্বনাশ নামে এলে "সম্পূর্ণরূপে উজাড়" হয়ে যায়। দানয়িলে একাদশ অধ্যায়ে একচল্লিশ নম্বর পদটি একই অধ্যায়ে ষোল নম্বর পদে দ্বারা আদর্শরূপে চিত্রিত হয়েছে। একচল্লিশ নম্বর পদে "দেশের মাঝখানে মহা ত্যাগ"কে "অনেকের" উৎখাত হওয়া হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। ইশাইয়ার বার্তা, যার উল্লেখ করেছিলেন যিশু, যখন তিনি তাঁর পার্থক্য জীবনে তর্কবাগীশ ইহুদদের সম্বোধন করেছিলেন, তা নির্দেশ করে যে, যখন কোনো প্রাক্তন চুক্তিবিধ জনগণকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন তাদের কান ও চোখ থাকলেও তারা বোঝে না বা উপলব্ধি করে না। ইশাইয়ার সেই বার্তা লাওদকীয় অ্যাডভেন্টবাদদের প্রতি চূড়ান্ত আহ্বানকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা রববিারের আইনে এসে শেষ হয়, যখন লাওদকীয় অ্যাডভেন্টবাদকে প্রভুর মুখ থেকে উগরে ফেলা হয়।

সে মহামানবতি দেশেও প্রবশে করবে, এবং অনেকে দেশে পরাভূত হবে; কিন্তু এরা তার হাত থেকে রক্ষা পাবে—অর্থাৎ এদোম, মৌয়াব, এবং আম্মোন-সন্তানদের প্রধান অংশ। দানয়িলে ১১:৪১।

লাওদকীয়ার প্রতি চূড়ান্ত আহ্বান উপস্থাপনের দায়িত্ব যিশাইয় ও দানয়িলকে দেওয়া হয়েছে, এবং দশম অধ্যায়ে দানয়িলকে তৃতীয়বার স্পর্শ করা হলে তিনি এই কাজের জন্য শক্তলিভ করেন।

তখন আবার একজন, যার রূপ মানুষের মতো, এসে আমাকে স্পর্শ করলেন এবং আমাকে শক্তি দিলেন; এবং বললেন, 'হে অত্যাশ্রিত প্রিয় পুরুষ, ভয় করো না; তোমার প্রতিশ্রুতি হোক। বলবান হও, হ্যাঁ, বলবান হও।' তিনি আমার সঙ্গে কথা বলার পর আমি শিক্তি পেলোম এবং বললাম, 'আমার প্রভু কথা বলুন; কারণ আপনাকে আমাকে শক্তি দিয়েছেন।' দানয়িলে ১০:১৮, ১৯।

অধ্যায় দশে মথায়লে অবতীর্ণ হলে দানয়িলে যে বার্তাটি বুঝতে পেরেছিলেন, তা দেওয়ার জন্য তাঁকে শক্তি দেওয়া হয়েছিল। ইশাইয়াকে জানানো হয়েছিল যে রববিারের আইন পর্যন্ত তাঁকে বার্তা দিতে হবে। রববিারের আইনের সময় একটি অবশিষ্ট দল প্রতিষ্ঠিত হবে।

তখন আমি বিললাম, 'প্রভু, কতদিন?' তিনি উত্তর দলিলে, 'যতক্ষণ না নগরীগুলো বাসনিদুশূন্য হয়ে উজাড় হয়ে যায়, ঘরবাড়ি মানুষশূন্য থাকে, আর দেশে সম্পূর্ণ বরান হয়ে যায়; এবং প্রভু মানুষদের বহুদূরে সরিয়ে দেন, আর দেশের মাঝখানে মহা পরতিয়াগ ঘটে। তবুও সেখানে এক-দশমাংশ থাকবে, এবং তা ফরিতে আসবে, কিন্তু তা-ও গ্রাসিত হবে; যমেন পসিতাক গাছ ও বলুত গাছ—যখন তারা পাতা ঝরায়ে, তবু তাদের মধ্যে সত্তা থেকে যায়—তমেন পবতির বীজই হবে তার সত্তা।' যিশাইয় ৬:১১-১৩।

যখন দেশের মধ্যভাগে "এক মহা পরতিয়াগ" (রববিারের আইনের সময়) হবে, তখন একটি "দশমাংশ" প্রকাশ পাবে, যার "সারবস্তু" হলো "পবতির বীজ"। "দশমাংশ" হিসেবে অনুদতি হব্রু শব্দটির ধাতু হলো "দশমাংশ-দান"। রববিারের আইনের সময় প্রভুর "ফরিতে আসা" একটি "দশমাংশ" থাকবে।

আর ভূমরি সমস্ত দশমাংশ—ভূমরি বীজ হোক বা বৃক্ষের ফল—প্রভুর; তা প্রভুর কাছে পবিত্র। আর যদি কটে নজিরে দশমাংশেরে কিছু ছাড়িয়ে নতি চায়, তবে সে তাতে আরও পাঁচ ভাগের এক ভাগ যোগ করবে। আর গোরুর পাল বা ভেড়া-ছাগলের পালেরে দশমাংশ সমপর্ক—লাঠরি নীচ দিয়ে যে যা যায়—তাদের মধ্যে দশমটা প্রভুর কাছে পবিত্র হবে। লবীয় পুস্তক ২৭:৩০-৩২।

"আয়" এর "দশমাংশ" প্রভুর জন্ম পবিত্র, এবং তা প্রভুর অংশ।

কারণ প্রভুর অংশ তাঁর লোকেরো; যাকোব তাঁর উত্তরাধিকারেরে ভাগ। ব্যবস্থা বিবরণী ৩২:৯।

রববারের আইন জাররি আগে যারা ফরি এসছে, তারা-ই যরিময়িহ কর্তৃক প্রতিনিধিত্বপ্রাপ্ত সেইসব লোক, যারা প্রথম হতাশা সয়ছে; যাদের প্রভু প্রতশ্রুতি দিয়েছিলি যে তারা যদি ফরি আসে, তবে তারা প্রভুর মুখ, অর্থাৎ তাঁর মুখপাত্র হবে।

তোমার বাক্যগুলি আমি পিয়েছিলি, আর আমি সেগুলো খেয়েছি; আর তোমার বাক্য আমার হৃদয়েরে আনন্দ ও উল্লাস হয়ছে; কারণ, হে সনোবাহিনীর সদাপ্রভু ঈশ্বর, আমি তোমার নামে ডাকা হয়ছি। আমি বিদ্রূপকারীদের সমাবেশে বসনি, আনন্দও করনি; তোমার হাতেরে কারণে আমি একা বসেছিলি, কারণ তুমি আমাকে ক্షোভে পূরণ করছে। আমার যন্ত্রণা কনে চরিস্থায়ী, আর আমার ক্షত কনে অনারোগ্য, যা আরোগ্য হতে অস্বীকার করে? তুমি কি একবোর আমাকে মথিযাবাদীর মতো হবে, আর শুকিয়ে যাওয়া জলধারার মতো? অতএব সদাপ্রভু এভাবে বলেন, তুমি যদি ফরি, আমি তোমাকে আবার ফরিয়ে আনব, আর তুমি আমার সামনে দাঁড়াবে; আর যদি তুমি নীচেরে মধ্য থেকে মূল্যবানকে বের করে আনো, তবে তুমি আমার মুখেরে মতো হবে; তারা যনে তোমার কাছে ফরি আসে, কিন্তু তুমি তাদের কাছে ফরি য়ে না। আর আমি তোমাকে এই লোকদেরে বরিদ্ধে এক অভদ্য পতিলেরে প্রাচীর করব; তারা তোমার বরিদ্ধে যুদ্ধ করবে, কিন্তু তোমার বরিদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে না; কারণ আমি তোমার সঙ্গে আছি, তোমাকে রক্ষা ও উদ্ধার করতে, সদাপ্রভু বলেন। আর আমি তোমাকে দুষ্টির হাত থেকে উদ্ধার করব, এবং ভয়ংকরদের হাত থেকে মুক্ত করব। যরিময়ি ১৫:১৬-২১।

ইশাইয়ার সাক্ষ্যে যে অবশিষ্টাংশ বা দশমাংশ প্রত্যাভরতন করে, তাদেরে ভক্ষতি হওয়ার কথা ছিলি; কারণ তাদেরে ঈশ্বরেরে বারতা প্রদান করা হয়ছিলি, এবং তাঁর বাক্য ভক্ষণীয় হওয়ারই কথা ছিলি। তারা ছিল সেই সকল, যারা ঈশ্বরেরে মুখপাত্র হবে; এবং এইভাবে তারা ঈশ্বরেরে সেই বাক্য উপস্থতি করবে, যা পরত্রাণ অন্বেষণকারীদেরে দ্বারা ভক্ষতি হওয়ার কথা ছিলি। যরিময়ি "উপহাসকারীদেরে সভায়" বসনেনি; কারণ, দানয়িলেরে ক্షতেরে যমেন হয়ছিলি, তিনি যখন দর্শন দেখলেন, তখন "উপহাসকারীদেরে সভা" পলায়ন করল। যরিময়ি ভবেছিলি, ঈশ্বর তাঁর কাছে মথিযা বলছেন; কারণ ঈশ্বরেরে হাত মলিরীয় ইতিহাসে ১৯ এপ্রিল, ১৮৪৪-এর প্রথম নরিশা, এবং অন্তিমি কালে ১৮ জুলাই, ২০২০-এর প্রথম নরিশাকে অনুমোদন করেছিলি। যরিময়িরে প্রতশ্রুতি ছিলি যে, তিনি যদি "প্রত্যাভরতন" করেন; এবং ইশাইয়ার উক্ত অংশে "দশমাংশ" "প্রত্যাভরতন করে।"

যদি যরিময়িহ "returns" করেন, তবে তিনি ইশাইয়ার "tenth"-এর অংশ, যা পবিত্র এবং প্রভুর অংশ; যার "substance" তাদেরে মধ্যহই আছে। হবিব্রুতে "substance" শব্দেরে অর্থ "pillar", এবং "pillar" হিসেবে গড়ে তোলা—এই প্রতশ্রুতিটিই ফলিদলেফয়ার লোকদেরে দেওয়া হয়ছে।

যে জয়ী হবে, তাকে আমি আমার ঈশ্বরদের মন্দিরে একটি স্তম্ভ করব, এবং সে আর কখনও বাইরে যাবে না; আর আমি তার উপর আমার ঈশ্বরদের নাম এবং আমার ঈশ্বরদের নগরের নাম লিখিব, যা নূতন যরিশালেমে, যা স্বর্গ হতে, আমার ঈশ্বরদের কাছ থেকে, নামে আসে; এবং আমি তার উপর আমার নতুন নাম লিখিব। যার কান আছে, সে যেন শুনবে, আত্মা মণ্ডলীসমূহকে যা বলেন। প্রকাশিত বাক্য ৩:১২, ১৩।

“স্তম্ভ,” অর্থাৎ তাদের “সত্তা,” ঈশ্বরকিত্ব ও মানবত্বের সংযুক্তিকে নির্দেশ করে, কনেনা খ্রীষ্টই সেই “স্তম্ভ” যিনি মন্দিরকে সমর্থন করেন।

এই নীরোশ্বরে অবস্থায় আমি এমন একটি স্বপ্ন দেখলাম, যা আমার মনে গভীর ছাপ ফলে। আমি দেখলাম একটি মন্দির, যেখানে অনেকে মানুষ দলে দলে ছুটে আসছিল। কেবল যারা সেই মন্দিরে আশ্রয় নতি, সময়ের পরসিমা প্তি ঘটলে তারা রক্ষা পতে। যারা বাইরে থাকত, তারা সবাই চরিতরে হারিয়ে যেত। বাইরে থাকা অসংখ্য লোক, যারা বিভিন্ন পথে তাদের কাজকর্মে ব্যস্ত ছিল, মন্দিরে প্রবেশকারীদের বিদ্রূপ ও উপহাস করছিল এবং বলছিল যে নিরাপত্তার এই পরিকল্পনা কেবল একটি কুটিল প্রতারণা; প্রকৃতপক্ষে এড়িয়ে চলার মতো কোনো বিপদই নেই। তারা এমনকি কাউকে কাউকে ধরে টেনে আটকে রাখছিল, যাতা তারা দ্রুত প্রাচীরের ভেতরে ঢুকতে না পারে।

বিদ্রূপের ভয়ে, আমি ভাবলাম অপেক্ষা করাই শ্রেয়ে, যতক্ষণ না ভড়ি ছত্রভঙ্গ হয়, অথবা যতক্ষণ না আমি তাদের অগোচরে ভিতরে ঢুকতে পারি কিন্তু ভড়ি কমান বদলে বড়েই চলল, আর দেরি হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় আমি তিড়িতিড়ি বিড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে ভড়ি ঠলে এগিয়ে গেলোম। মন্দিরে পৌঁছানোর উদ্বেগে আমাকে ঘিরে থাকা ভড়ি আমি খেয়ালও করিনি, পরোয়াও করিনি। ভবনে প্রবেশ করতই দেখলাম, বিশাল মন্দিরটি এক বারিট স্তম্ভের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার সঙ্গের বাঁধা রয়েছে একটি মেষশাবক—সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন ও রক্তাক্ত। আমরা যারা উপস্থিত ছিলাম, যেন জানতাম যে এই মেষশাবক আমাদেরই কারণে ছিন্নভিন্ন ও কষ্টবিক্ষিত হয়েছে। যারা মন্দিরে প্রবেশ করত, সবাইকে তার সামনে এসে নিজের পাপ স্বীকার করতে হতো।

মেষশাবকের ঠিক সামনে ছিল উঁচু আসন, যার ওপর বসে ছিল একদল লোক, যারা খুব আনন্দিত দেখাচ্ছিল। তাদের মুখমণ্ডলে যেন স্বর্গের আলো দীপ্যমান ছিল, আর তারা ঈশ্বরদের স্তব করছিল এবং আনন্দভরা কৃতজ্ঞতার গান গাইছিল, যা স্বর্গদূতদের সঙ্গীতের মতো শোনাতে। এরাই তারা, যারা মেষশাবকের সামনে এসে নিজের পাপ স্বীকার করছিল, কষ্টমা পেয়েছিল, এবং এখন কোনো আনন্দঘন ঘটনার আনন্দময় প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছিল।

আমি ভবনে প্রবেশ করার পরও, এক ধরনের ভয় আমাকে গরাস করল, আর এমন এক লজ্জাবোধ যে আমাকে এই লোকদের সামনে নিজেকে বনীত করতে হবে। তবু আমি যেন এগোতে বাধ্য হলাম, আর ধীরে ধীরে স্তম্ভটির চারপাশ ঘুরে মেষশাবকের মুখোমুখি হতে এগোচ্ছিলাম, এমন সময় তরুণ বয়ে উঠল, মন্দির কঁপে উঠল, সমবতে সন্তদের কাছ থেকে বিজয়ধ্বনি উঠল, এক ভয়াবহ দীপ্তি ভবনটিকে আলোকিত করল, তারপর সবকিছু তীব্র অন্ধকারে ঢেকে গেল। আনন্দিত লোকেরা সেই দীপ্তির সঙ্গের সঙ্গের সবাই অদৃশ্য হয়ে গেল, আর আমি ত্রিরি নীরব আতঙ্কে একা রয়ে গেলোম। আমি মানসিক যন্ত্রণায় জগে উঠলাম এবং নিজেকে প্রায় বোঝাতে পারছিলাম না যে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। আমার মনে হলো আমার সর্বনাশ নির্ধারণিত হয়ে গেছে, প্রভুর আত্মা আমাকে ত্যাগ করছেন—আর কখনো ফিরবেন না। টেস্টিমোনি, খণ্ড ১, ২৭।

যে দশমাংশ ফরিয়ে আসে, তার মধ্যে যে "সারবস্তু" আছে, সেটাই হলো সেই "স্বতম্ভ" যা মন্দিরিকে ধারণ করে। Daniel স্বতম্ভের উপর ঝুলিয়ে দেওয়া মেষশাবকের কারণমূলক দর্শন দেখেছিলেন, এবং সেই মেষশাবকই ছিল "স্বতম্ভ"। যখন Daniel সেই মহা দর্শনটি দেখলেন, তিনি স্বতম্ভের প্রতীকিত্বের রূপান্তরিত হন; তমেনি Isaiah-র দশমাংশের মধ্যেও "সারবস্তু" (স্বতম্ভ) আছে, এবং সেই সারবস্তুটি মন্দিরে প্রবেশে করতে ইচ্ছুক সকলে "খতে" হবে। যারা মন্দিরে প্রবেশে করে এবং সেই সারবস্তু খায়, তারা হলো ঈশ্বরের অন্য পাল; দেশে যখন মহা পরিত্যাগ ঘটে, রববিারের আইনের সময় উত্তোলিত ধ্বজার বার্তায় তারা সাড়া দেয়। যে "পবিত্র বীজ", অর্থাৎ Isaiah-র "সারবস্তু", তা হলো সেই মেষশাবক, যিনি পৃথিবীর পত্তনকাল হতেই বধ্য।

যে দশমাংশ ফরিয়ে আসবে, তারা দুর্জনের হাত থেকে উদ্ধার পাবে, যখন রববিারের আইনের সময় ফলিডলেফিয়া ও লাওদকিয়ার মধ্যে বেচিছেদে চরিকালরে জন্ম নরিধারতি হয়ে যাবে, এবং তখন অনেকে পরাভূত হবে। যারা পরাভূত হবে, তাদের বোঝা না এমন দুষ্টি হিসেবে চহিনতি করা হয়েছে। ঐ ফরিয়ে আসা দশমাংশকেও ভয়ঙ্করের হাত থেকে উদ্ধার করা হবে, কারণ তারা পশুর চহিন গ্রহণ করবে না।

সদাপ্রভু ঈশ্বর এই কথা বলেন: আমি বাবিলনের রাজা নবুখদ্রসেসারের হাতে মশিরের জনসমাগমকে থামিয়ে দেবে। তিনি এবং তাঁর সঙ্গে থাকা তাঁর লোকেরা, যারা জাতদিরে মধ্যে ভয়ংকর, দেশে ধ্বংস করতে আনা হবে; তারা মশিরের বিরুদ্ধে তাদের তলোয়ার টানবে, এবং নহিতদের দ্বি়ে দেশটিকে ভরে দেবে। আর আমি নদীগলো শুকিয়ে দেবে, এবং দেশটিকে দুষ্টিদের হাতে বক্রি করে দেবে; এবং আমি বিদেশীদের হাত দ্বি়ে দেশটিকে, এবং তাতে যা কচ্ছি আছে, উজাড় করে দেবে। আমি সদাপ্রভু এই কথা বলছি। ইশাইয় ৩০:১০-১২।

"জাতসিমূহরে ভয়ংকর" হলো উত্তর দেশের রাজার প্রক্সি সনৈযবাহনী। রববিার-আইনের সময় যে পতাকা উত্তোলিত হয়, তারা মূর্খ, অর্থাৎ দুষ্টি কুমারীদের হাত থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়, এবং একই সঙ্গে জাতসিমূহরে ভয়ংকরের হাত থেকেও উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়। এখানে আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করছি তা হলো, যশাইয়, এবং দানয়িলে, এবং যরিময়ি, এবং যহিষ্কিলে, এবং যোহন—ঐরা সকলই ১৮ জুলাই, ২০২০-এর নরিশা থেকে প্রত্যাভরতনকারী এক লক্ষ চুয়াললশি হাজারের পুনরুত্থান ও ক্ষমতাপ্রাপ্তির প্রতনিধিত্ব করতে ব্যবহৃত হয়েছে। দানয়িলের শেষে দর্শনে, হদিদকেলে নদীর তীরে প্রদত্ত সেই দর্শনে, দানয়িলেকে ঈশ্বরের ভাববাণীমূলক বাক্যেরে অভয়ন্তরীণ ও বহরিগত উভয় দর্শনই বোঝানো হয়, এবং সেই বার্তা উপস্থাপন করার জন্ম তিনি শিক্তি প্রাপ্ত হন।

দশম পদে মস্কক, অথবা "দুর্গ"-এর ভবষ্টিদ্বাণীমূলক সংজ্ঞার সঙ্গে অভয়ন্তরীণ ও বহরিগত বার্তাটি একতরে উপস্থাপিত হয়েছে, যা বর্তমানে পুতনি কর্তৃক পরিচালিত ইউক্রনে যুদ্ধকে সনাক্ত করে। মস্কককে সনাক্ত করার সেই চাবিকাঠিটির একটি অভয়ন্তরীণ ও বহরিগত প্রয়োগ রয়েছে, এবং সেই যুদ্ধের সূচনা সেই সময়পরবকে চহিনতি করে যখন উভয় মস্ককই ভবষ্টিদ্বাণীর বিষয় হয়ে ওঠে। রাশিয়া হিসেবে দুর্গ বা মস্কক দ্বিতীয় প্রতনিধিত্বমূলক যুদ্ধকে সনাক্ত করে, যা তৃতীয় প্রতনিধিত্বমূলক যুদ্ধের দিকে পরিচালিত করে; আর তা, পনেরোতম পদে পানয়িমেরে যুদ্ধ দ্বারা প্রতরিপায়তি, তৃতীয় বশ্বযুদ্ধের সূচনাকে চহিনতি করে।

ষোড়শ পদটি রববিারের আইনকে নরিদশে করে, অতএব ২০১৪ সাল থেকে—যখন ইউক্রনীয় যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, যমেনটি একাদশ ও দ্বাদশ পদে উপস্থাপিত হয়েছে—রববিারের আইন

পর্যন্ত ঈশ্বরকে লোকদের উপর মোহর লাগানোর সঙ্গতে সংশ্লিষ্ট চূড়ান্ত কাজ সম্পন্ন হয়। দানয়িলে পুস্তকে একাদশ অধ্যায়ে গ্যাব্রিয়েলের ব্যাখ্যা সেই বার্তাকে উপস্থাপন করে যা ঈশ্বরকে লোকদের পবিত্র করে, অর্থাৎ তাদের মোহরতি করে। ওই সত্যটি উপেক্ষা করা মানইে সবকিছুই হারানো। যে ভবিষ্যদ্বাণীর মোহর খোলা হয়—যাকে প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে 'যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ' বলা হয়েছে, এবং যাকে সেই পুস্তকে কৃপাকালরে সমাপ্তির ঠিকি আগে মোহর খোলা হবে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে—তা দানয়িলে পুস্তকে একটা নিরিদাষ্টি অংশ।

আর তিনি আমাকে বললিনে, এই পুস্তকে ভাববাণীর বাণী সকল মোহর করণ্ডি না; কারণ সময় সন্নিহিত। যে অন্যাযকারী, সে আরও অন্যায করুক; আর যে অপবিত্র, সে আরও অপবিত্র হউক; আর যে ধার্মিক, সে আরও ধার্মিক হউক; আর যে পবিত্র, সে আরও পবিত্র হউক। প্রকাশিত বাক্য ২২:১০, ১১।

অন্তিম দিনে একটা নিরিদাষ্টি সময় আছে, যখন চূড়ান্ত ভবিষ্যদ্বাণী উন্মুক্ত করা হয়; কারণ পদে বলা হয়েছে, "the time is at hand." প্রকাশিত বাক্যের শেষে অধ্যায়ে অবস্থিত ঠিকি সেই অভিব্যক্তিটিই প্রথম অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ, যা ঈশ্বর তাঁহাকে দিয়াছিলেন, যনে তিনি তাঁহার দাসগণকে সেই সকল বিষয় দেখান, যাহা শীঘ্রই ঘটতি হইবে; এবং তিনি তাঁহার স্বর্গদূতের দ্বারা তাহা প্রেরণ করিয়া তাঁহার দাস যোহনের নিকট সংকতের মাধ্যমে প্রকাশ করলিনে। যোহন ঈশ্বরকে বাক্যের, এবং যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্যের, এবং তিনি যাহা কিছু দেখিয়াছেন, সেই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। ধন্য তিনি, যিনি পাঠ করনে, এবং ধন্য তাহারা, যাহারা এই ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্যসমূহ শ্রবণ করে, এবং তাহার মধ্য যাহা লিখিত আছে, তাহা পালন করে; কারণ সময় সন্নিহিত। প্রকাশিত বাক্য ১:১-৩।

দুইশত বর্ষ, এবং সেইজন্য বাইশ, দবেত্বের সঙ্গতে মানবত্বের সংযুক্তির প্রতীক; এবং তৃতীয় দূতের চূড়ান্ত কার্য, যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহর প্রদান, দশ কুমারীর দৃষ্টান্তের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রকৃষাপটের মধ্যইে সম্পন্ন হয়। অন্তিম দিনের জুগুণী কুমারীরা ১৮ জুলাই, ২০২০-এ তাদের প্রথম নিরাশার অভিজ্ঞতা লাভ করছেন, এবং তারা প্রকাশিত বাক্য একাদশ অধ্যায়ের পথের মধ্য যুত অস্থির ন্যায ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, ২০২৩ সালের জুলাই পর্যন্ত—২০০১ সালে সীলমোহর প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার বাইশ বছর পরে। তখন "সময় সন্নিহিত" ছিল, এবং তখন প্রভু এক "অরণ্যে ঘোষণাকারী কণ্ঠ" উত্থতি করলনে, যিনি গ্যাব্রিয়েলের নিকট হইতে বার্তাটি গ্রহণ করছেন; গ্যাব্রিয়েলে তা খ্রীষ্টের নিকট হইতে গ্রহণ করছেন; আর খ্রীষ্ট তা পতির নিকট হইতে গ্রহণ করছেন।

তারপর সেই কণ্ঠস্বর গরিজাগুলের কাছে বার্তাটি পাঠাতে শুরু করল, এবং এটি এমন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাত তা পড়া বা শোনা যায়; বর্তমানে এটি স্ট্যাটটরিও বশে ভাষায় উপলব্ধ। যে ভবিষ্যদ্বাণীর অংশটির সীল খোলা হয়েছে—অর্থাৎ সেই বার্তাটি—তা দানয়িলের পুস্তকে পাওয়া যায়।

যে গ্রন্থটি সিলমোহর করা হয়েছে তা প্রকাশিত বাক্য নয়, বরং শেষে দিনগুলির সঙ্গতে সম্প্রকতি দানয়িলের ভবিষ্যদ্বাণীর সেই অংশ। স্বর্গদূত আদেশে দলিনে, 'কিন্তু তুমি, হে দানয়িলে, বাক্যগুলো গোপন রাখো, এবং গ্রন্থটিকে সিলমোহর করো, শেষে সময় পর্যন্ত।' দানয়িলে ১২:৪। প্রেরিতদের কার্যাবলী, ৫৮৫।

দানয়িলেরে ভবষিযদ্বাণীর "শষে কালরে সাথে সম্পর্কতি অংশ" হলো চল্লশি নম্বর পদ। এটি কবেল চল্লশি নম্বর পদ নয়; এটি চল্লশি নম্বর পদের সেই অংশ, যা ১৯৮৯ সালে 'শষে সময়' শুরু হওয়ার পরবর্তী সময়কে নির্দেশ করে এবং একচল্লশি নম্বর পদের 'রববারের আইন'-এর পূর্ববর্তী। পদটির ভেতরেই যার কোনো উল্লেখ নেই, এমন চল্লশি নম্বর পদের ইতিহাসই হলো শষে কালরে সাথে সম্পর্কতি সেই ভবষিযদ্বাণীর অংশ, যা মোহর দেওয়া ছলি, এবং যা ২০২৩ সালরে জুলাই থকে দেখতে ও শুনতে বেছে নেযে তাদরে জন্য উন্মোচতি হয়ে আসছে।

চল্লশি নম্বর পদে ১৯৮৯ সালরে সোভয়িতে ইউনয়িনরে পতনরে পর থকে একচল্লশি নম্বর পদরে 'রববারের আইন' পরয়ন্ত য়ে ইতিহাস, তার কছুই লপিবিদধ নেই; তবে এটি এমন এক ভবষিযদ্বাণীমূলক ভিত্তি প্রদান করে, যার ওপর অন্যান্য ভবষিযদ্বাণীর ধারাগুলি স্থাপতি হব। যারা দেখতে ও শুনতে রাজনিন য়ে 'পংকতিপির পংকতি পদধতিই 'অন্তমি বর্ষণ'-এর পদধতি, তারা চল্লশি নম্বর পদরে গোপন ইতিহাস দেখোর ক্ষমতা রাখনে না; আর সেই ইতিহাসই হলো যীশু খ্রীষ্টরে 'প্রকাশতি বাক্য', যটি ব্যাখ্যা করতে গাব্রয়িলে যোহন ও দানয়িলেরে কাছে এসছেলিনে।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

বরেয়ীয় পৌল আবার তাঁর কাজ শুরু করলনে, খ্রিস্টরে সুসমাচার প্রচার করার জন্য ইহুদিরে উপাসনালয়ে গয়ি। তনি তাদরে সম্পর্কে বলনে, 'এরা থসোলোনকিার লোকদেরে চয়ে অধিক মহৎ ছলি, কারণ তারা প্রস্তুতচিত্তে বাক্য গ্রহণ করছেলি এবং প্রতদিনি শাস্ত্র পরীক্ষা করে দেখতে য়ে সেই বিষয়গুলো সত্য কনি। তাই তাদরে মধ্য অনেকে বিশ্বাস করল; তদুপরি গ্রিকি সম্মানতি নারীদেরে মধ্য য়েমন অনেকেই, তমেনি পুরুষদেরে মধ্যও কম ছলি না।'

সত্বরে উপস্থাপনার সময়, যারা আন্তরিকভাবে সঠিক হতে চান, তারা পবতির শাস্ত্ররে অধ্যবসায়ী অনুসন্ধানে জাগ্রত হবনে। এর ফলে এমন ফল হব, য়েমনটি বরেয়ীয় প্রেরিতদেরে পরশ্রমরে সঙগে দেখা গয়িছেলি। কনিতু আজ যারা সত্য প্রচার করনে, তারা অনকেরে মুখোমুখি হিন, যারা বরেয়িয়ানদেরে সম্পূর্ণ বপিরীত। তাদরে সামনে য়ে মতবাদ উপস্থাপন করা হয়, তা তারা খণ্ডন করতে পারনে, তবু এর সমর্থনে দেওয়া প্রমাণ পরীক্ষা করতে চরম অনীহা দেখায়, এবং ধরে নেযে য়ে এটি সত্য হলও, তারা তা সোভাবে গ্রহণ করল কনি, তা বড় কোনো বিষয় নয়। তারা মনে করে তাদরে পুরোনো বিশ্বাস ও রীতনীতি তাদরে জন্য যথেষ্ট। কনিতু প্রভু, যনি তাঁর দূতদেরকে বার্তা নয়ি বশিবে পাঠয়িছেনে, তাঁর দাসদেরে কথাকে তারা সোভাবে গ্রহণ করে, তার জন্য তনি মানুষদেরে দায়ী করবনে। ঈশ্বর তাদরে কাছে য়ে আলো উপস্থাপতি হয়ছে, তারা তা স্পষ্ট বুঝুক বা না বুঝুক, সেই আলো অনুযায়ী সবার বচার করবনে। বরেয়িয়ানদেরে মতোই অনুসন্ধান করা তাদরে কর্তব্য। নবী হোশয়োর মাধ্যমে প্রভু বলনে: 'জুগন না থাকার কারণে আমার লোক ধ্বংস হচ্ছে; তুমি য়েহেতু জুগন প্রত্যাখ্যান করছে, আমিও তোমাকে প্রত্যাখ্যান করব।'

বরেয়িয়ানদেরে মন পূর্বাগ্রহ দ্বারা সংকুচিত ছলি না, এবং তারা প্রেরিতদেরে প্রচারতি সত্যগুলো অনুসন্ধান ও গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছলি। যদি আমাদেরে সময়রে মানুষ প্রতদিনি শাস্ত্র অনুসন্ধান করা এবং তাদরে কাছে পোঁছে দেওয়া বার্তাগুলোকে সখোনে যা লপিবিদধ আছে তার সঙগে তুলনা করা—এই বিষয়ে মহৎ বরেয়িয়ানদেরে উদাহরণ অনুসরণ করত, তবে আজ যখনে একজন আছে, সখোনে ঈশ্বরের আইনরে প্রত বিশ্বিস্ত হাজার হাজার মানুষ থাকত। কনিতু অনেকে, যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসার দাবি করে, ভ্রান্ত থকে

সত্যে পরবিরততি হতে কোনো ইচ্ছাই রাখেনা, এবং তারা শেষে দিনের মনোরম
কল্পকথাগুলোর সঙ্গে লগে থাকে। ভ্রান্ত মনকে অন্ধ করে এবং ঈশ্বর থেকে দূরে
নিয়ে যায়; কিন্তু সত্য মনকে আলোকিত করে এবং আত্মাকে জীবন দেয়। পলরে জীবনের
রখোচত্র, ৮৭, ৮৮।